

সিরাতুল জিলাপী

(কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র)

নূরানী এ চেহারায়ে দেখাই যে দুঃখ,
আওয়ামী-বিএনপিরা লড়ে হোক কুপোকাৎ,

পিটিয়ে তাড়াতে হবে এদেশের হেঁদুদের,
নারী-অধিকার হবে অতীব নিষিদ্ধ,
তালাক, সাক্ষ্য আর উত্তরাধিকারে,
মাথা থেকে পা’ ঢেকে কাপড়ের বস্তায়,
মেয়েগুলো ঢুকে যাবে বোরখার ভেতরে,
হঠাৎ তালাক দিয়ে পুরোন সে বুড়িকে,
ফুর্তিতে বদলাব চার বৌ বারবার,
মোটো নয়, শারিয়াতে এতে কিছু মানা নেই,
মুখে খুব মিঠে কথা, আইনেতে ভরা বিষ,

সিনেমা থাকবে, তবে নায়কের দাঁড়ি চাই,
নায়িকা রাখতে পারো, রেখে যদি পাও সুখ,
নাচ-গান নয়, শুধু বাদ্যিটা থাকবে,
খাবি খাবে হাইকোর্ট ফতোয়ার ধাক্কায়,
প্রচুর সর্ষেফুলে ভিমিই খাবি সব,
দেখে হবে দুনিয়ার চক্ষু চড়ক গাছ,
ভুতের উল্টো পায়ে, প্রচন্ড গতিতে,
রবে কিছু মোনাফেক, তাতে আর ভয় কি,
এমন দাবড়ে দেব শারিয়ার ডান্ডা
সূতির সৌধ আর শহীদ মিনারটা,
বোমা মেরে করে দেব খন্ড-বিখন্ড,

সুযোগ পেলেই করি আর এক চেষ্টা,
অগুস্তি দাসীরা তো চর্য্য ও চোষ্য,
ওদের জীবনে আমি হলে হব কেয়ামত,
মানবাধিকারে কেউ করলে টু শব্দ,
“মুরতাদ” ফতোয়ায় কাটব যে কল্লা,
মাদ্রাসা হয়ে যাবে রাজনৈতিক যে,
ঠেকাবে কে মো’দুদির পিছলামি ঠ্যালাকে
ঘন ঘন হুংকারে উদ্বাহ নৃত্যে,
না জুটুক মালকোঁচা, না জুটুক খাদ্য,
গোটা দেশ ছেয়ে দেব টুপিতে ও দাঁড়িতে,
বেতারে-টিভিতে হবে এসলামী চর্চা
সংগীত-শিল্পীরা, ভাগো সব ভাগো রে,
বায়তুল মোকার’মে বসে যাবে সংসদ,
ন’শো টন স্কচটেপ কেনা হবে পণ্য,
মরণানন্দেরাই লিখবে যে পদ্য,
লেখকরা, এইটুকু পারিস নি শিখতে,

আল্লা-রসুল আর কোরাণের বাইরে,
তারপর, আর একটা একাত্তর দেখলেইঃ-

মাথায় কিন্তু ভাই প্যাঁচ খেলে সুস্মন।
মাঝখানে আমাদের হয়ে যাবে বাজীমাৎ।

তবেই বইবে স্রোত এসলামী সে দুধের।
বৌ-কে পেটানো হবে আইনতঃ সিদ্ধ।
পিষে যাবে মেয়েগুলো শারিয়ার শিকারে।
ঘুলঘুলি চোখে ভুত চলবে যে রাস্তায়।
চা-র জেনানা! উফ! বলব কি সে তোরে!
আনব কলমা পড়ে নধর সে ছুঁড়িকে।
ভাবছ কি নৃশংস জামাতির কারবার?
আফসোস! তোমাদের কিছুই যে জানা নেই!
এটাই তো শারিয়ার রহস্য, তা জানিস?

সে দাঁড়িতে দৈর্ঘ্যের কিছু বাড়াবাড়ি চাই।
পেছন দেখাবে শুধু, দেখিয়ে না চাঁদমুখ।
সেইসাথে মো’দুদির নামটাও রাখবে।
তখন দেখবি মাথা কত ঘুরপাক খায়!
পিছলামি শত ধেড়ে-নৃত্যে মহোৎসব
জামাতের বাংলার তুমুল বাঁদর নাচ।
ছুটবে বাংলাদেশ বহুদূর অতীতে।
মর্দে মোসলিমের হবে জয়, নয় কি?
কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবে ঠান্ডা।
জাতির দর্শনের এ ম্যাগ্না কার্টা,
গর্দভ এ জাতির মহা মেরুদন্ড।

ক্রীতদাস-দাসীদের হাতে ভরি দেশটা।
জামাতের সংস্কৃতি বটে তো অবশ্য।
আমার জীবনে ওরা আল্লার নেয়ামত।
বিকট হুংকারে করে দেব জন্ম।
তাই দেখে দুনিয়ায় হয় হোক হল্লা।
এক কোটি মুজাহিদ বের হবে ঠিক যে।
জামাতের এককোটি উন্মাদ চ্যালাকে?
দেশ রবে থর-হরি কম্পিত চিত্তে।
সবাইকে হতে হবে জামাতের বাধ্য।
উৎসব হবে, ভাত না থাকুক হাঁড়িতে।
রাতদিন। “মিডিলিস্ট” দেবে তার খর্চা।
সবাইকে ফেলে দেব বঙ্গোপসাগরে।
বুদ্ধিজীবীরা সব হয়ে যাবে বংশদ।
সাংবাদিকের ঠোঁটে লাগাবার জন্য।
তবেই তো বটতলা হবে অনবদ্য।
আরবীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত লিখতে?

জামাতি থাকবে শুধু, শুনে রাখ ভাইরে।

লেজ তুলে দেব ছুট্, ও বাবা গো, ও মা গো!
কেন এল এ গজব, বুঝি না তো কিচ্ছু,
বুক করে ধুক ধুক বিকালে ও সকালে,
পশ্চাদ্দেশে বুঝি পড়বে বেত্রাঘাত,
পঁয়াদানীর চোটে ভাই পড়ছি রে নেতিয়ে,
কারণ জামাতিরা যে নয় প্রিয় আল্লার।
সবই যে বে-ইসলামি, প্রলাপ ও বিলাপ-ই।

কোথেকে আসে এত শত শত বোমা গো!
চারধারে কিলবিল বাংলার বিচ্ছু!
ফাঁসীর দড়িটা বুঝি জুটবে রে কপালে!
বিনা মেঘে কেন রে হঠাৎ এ বজ্রপাত?
মাবুদে-ই দেবে শেষে বিচ্ছুকে জিতিয়ে!
ওদের ভন্ড দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লার
ওদের ধর্ম হল “সিরাতুল জিলাপী”।

সিরাতুল মুস্তাকিম- সহজ সরল পথ।
সিরাতুল জিলাপি - জিলাপির মত পঁয়াদানো পথ।
